

## BENGALI(PG), SEM-II , Paper- 201

বাংলা বাক্যের পদক্রম মূলসূত্রগুলি আলোচনা করো-

আধুনিক বাক্যতত্ত্বের আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পদক্রম (word order) বিশ্লেষণ করা। বাংলা বাক্যের পদক্রম নিয়ে সার্থক আলোচনা করেন সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়। পরবর্তীতে সুনীতি কুমারের সূত্র ধরে রামেশ্বর শ বাক্যপদক্রম বিশ্লেষণ করেন।

১. বাংলা বাক্যের মূল দুটি উপাদান হল- উদ্দেশ্য ও বিধেয়। বাংলা বাক্যে এই দুটি উপাদান প্রায় সর্বদাই উপস্থিত থাকে। তবে অনেক সময় দেখা যায় বিধেয় অংশের অনির্দিষ্ট ক্রিয়ার বর্তমান কালের রূপ উহ্য থাকে। যেমন – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহান কবি ও দার্শনিক। এই বাক্যে অনির্দিষ্ট ক্রিয়ার রূপ ‘হওয়া’ উহ্য। আসলে এই রূপটি উহ্য রেখেই বাংলা বাক্য গঠন করা হয়। যদি এই রূপটি যোগ করা হয় তবে বাক্যটি দাঁড়ায়- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হন মহান কবি ও দার্শনিক।

ক্রিয়ার রূপ ছাড়া বাংলা বাক্যে সমগ্র উদ্দেশ্য বা সমগ্র বিধেয় উহ্য রেখেও বাক্য গঠন করা হয়। যেমন- i) বাড়ি যাও ( উদ্দেশ্য উহ্য)

ii) তুমি? ( বিধেয় নেই)

২. বাংলা বাক্যে উদ্দেশ্য সাধারণত বিধেয়ের আগে বসে। তবে আবেগ প্রকাশ, কবিতার প্রয়োজনে বিধেয় বাক্যের আগেও বসতে পারে। যেমন- বলে দাও মোরে।

৩. বাংলা বাক্যের স্বাভাবিক পদক্রম বা পদবিন্যাস হল- কর্তা+কর্ম+ক্রিয়া। যেমন- আমি কলেজে পড়ি। কিন্তু বিভিন্ন কারণে ( বাক্যে জোর দিতে, আবেগ প্রকাশ করতে) এই ক্রম সহজেই পরিবর্তন করা হয়। যেমন- আমি পড়ি কলেজে। কলেজে আমি পড়ি।

প্রশ্নবোধক বাক্যের পদক্রম অবশ্য মোটামুটি সাধারণ বাক্য বিন্যাসের মত। কারণ বাংলা বাক্যের প্রশ্নের বোধটি পদক্রমের পরিবর্তন থেকে নয় রামেশ্বর শ এর মতে বাংলা প্রশ্নবোধ ‘সুরতরঙ্গ (intonation) পরিবর্তন থেকে।’ এ ক্ষেত্রে পদক্রম পরিবর্তিত হতেও পারে আবার নাও হতেও পারে।

যেমন- আমি কলেজে পড়ি? অথবা আমি কি কলেজে পড়ি?

৪. বাংলা বাক্যে বিশেষণ সাধারণত বিশেষ্যের আগে বসে। বিশেষণ+ বিশেষ্য

যেমন- সবুজ ঘাস, লাল ফুল ইত্যাদি।

৫. বাক্যে উদ্দেশ্য দীর্ঘ ও বিধেয় দীর্ঘ হলে এই দীর্ঘ অংশটিকে প্রসারক বলা হয়। এই ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যের প্রসারক উদ্দেশ্যের আগে বসে, তারপর বিধেয়ের প্রসারক বিধেয়ের আগে বসে এবং শেষে ক্রিয়াপদ বসে।  
(প্রসারক)উদ্দেশ্য+(প্রসারক)বিধেয়+ক্রিয়াপদ

যেমন- পবনের খুড়তুতো ছোটোমামা বেচুবাবু বিকালবেলা বিস্কুট দিয়ে লাল চা খান।

বাক্যটিতে- পবনের খুড়তুতো ছোটোমামা(প্রসারক), বেচুবাবু+( উদ্দেশ্য),বিকালবেলা বিস্কুট দিয়ে লাল(প্রসারক), চা(বিধেয়)+ খান(ক্রিয়া)।

তবে ব্যতিক্রমী ভাবে বিধেয়ের প্রসারক উদ্দেশ্যের আগে চলে যেতে পারে।

৬. বাংলা বাক্যে কর্তার পুরুষের সঙ্গে ক্রিয়ার পুরুষের সঙ্গতি রক্ষা করা হয়। অর্থাৎ কর্তার যে পুরুষ হয়, ক্রিয়ারও সে পুরুষও হয়।

যেমন- কর্তা ও ক্রিয়া উভয়েই উত্তম পুরুষের-	আমরা পড়ি
কর্তা ও ক্রিয়া উভয়েই মধ্যম পুরুষের-	তোমরা পড়ো
কর্তা ও ক্রিয়া উভয়েই প্রথম পুরুষের-	তারা পড়ে

বাংলায় মধ্যম পুরুষের সর্বনামের তিনটি রূপ-i) তুই, তোরা (তুচ্ছার্থক)

(সাধারণ)

আপনারা( সম্মমার্থক)

অন্যদিকে প্রথম পুরুষের সর্বনামের দুটি রূপ- i) সে, তারা (সাধারণ)

সম্মমার্থক)

বাংলা বাক্যে সর্বনামের সামাজিক মান অনুসারে ক্রিয়ারূপের সঙ্গতি রাখা হয়।

যেমন- ‘খাওয়া’ ক্রিয়া সাধারণ কালে পুরুষের মান অনুসারে পরিবর্তন করা হয়

তুই খাস, তোরা খাস

ii) তুমি, তোমরা

iii) আপনি,

ii) তিনি, তাঁরা(

তুমি খাও,  
আপনি খান,

৭. ইংরেজিতে যেমন Sequence of Tense (কালগত সঙ্গতি) থাকে বাংলা বাক্যে কোন ঘটনার ক্রমিক বিবৃতি বোঝাতে তেমন কিছু থাকে না। রামেশ্বর শ' 'আরণ্যক' উপন্যাস থেকে উদাহরণ দিয়ে ছেন যেমন- 'পনের- ষোল বছর আগেকার কথা। বি.এ পাশ করিয়া কলিকাতায় বসিয়া আছি। বহু জায়গায় ঘুরিয়াও চাকুরী মিলিল না।' পনের-ষোল বছর আগের ঘটনার (অর্থাৎ অতীত কালের) ক্রিয়াপদ দ্বিতীয় বাক্যে 'আছি' (অর্থাৎ) বর্তমান কালের রূপ ব্যবহার করা হয়েছে।

৮. বাংলা বাক্যে নির্দেশক ভাবে নঞর্থক অব্যয় যেমন 'না' 'নি' 'নয়' ইত্যাদি সাধারণত সমাপিকা ক্রিয়ার পরে এবং অসমিকা ক্রিয়ার আগে বসে। যেমন- আমি গান গাই না। এখানে 'না' নঞর্থক অব্যয় সমাপিকা ক্রিয়া 'গাই' এর পর বসেছে।

আবার আমি গান না গেয়ে থাকতে পারি না- এই বাক্যে 'না' নঞর্থক অব্যয় অসমাপিকা ক্রিয়া 'গেয়ে'র আগে বসেছে।

৯. বাংলা বাক্যে 'সম্পর্কযুক্ত নিত্যসম্বন্ধ পদযুগ্ম' বা সাপেক্ষশব্দ অর্থাৎ 'যে-সে' 'যিনি-তিনি' 'যেমন-তেমন' 'যদি-তবে' এই পদগুলির একটি ব্যবহৃত হলে অন্যটিও ব্যবহার করতে হয়, নয়ত বাক্যটির অর্থ অসম্পূর্ণ থাকে।

যেমন- যদি তুমি কাল আসো তবে আমি যাব'। যেমন তোমার বন্ধু তেমন তুমি। ইত্যাদি।

১০. বাংলা ভাষায় একটি বাক্যে দুয়ের বেশি উদ্দেশ্য বা দুয়ের বেশি বিধেয় থাকলে শেষ উদ্দেশ্য বা শেষ বিধেয়ের পূর্ববর্তী উদ্দেশ্য বা বিধেয়ের পরে সংযোজক অব্যয় বসে। অন্য উদ্দেশ্য বা বিধেয়ের পরে (,) কমা চিহ্ন বসে। যেমন- নেতাজি, রাসবিহারী, মাস্টারদা ও মাতঙ্গিনী চার মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী।